ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

বর্ষ: ১৩ সংখ্যা: ৫০
এপ্রিল-জুন: ২০১৭

ইসলামী আইন ও বিচার

অর্ধশত পূর্তি সংখ্যা

مجلة القانون والقضاء الإسلامي
ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা
www.islamiainobichar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৩ সংখ্যা : ৫০

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : এপ্রিল : জুন ২০১৭

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.islamiainobichar.com

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়.....৪

ইসলামী ও প্রচলিত আইনে অগ্রক্রয়: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা ৭
মোঃ মিজানুর রহমান

ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা: প্রায়োগিক জটিলতা ও উত্তরণ ভাবনা.....২৯
মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম

ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে দেশান্তরের আইনগত অবস্থান একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা.....৬৫
মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ খালেদ
মুহাম্মাদ ত্বহা

উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা রা. ও তাঁর ফিকহী অভিমত : একটি পর্যালোচনা.....৯৫
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান

المبادئ الشرعية للإنتاج والاستهلاك والتبادل والتوزيع: دراسة استشرافية تحليلية لاستكشاف العلاج الناجع لظاهرة المشكلات الاقتصادية.....১১৯
محمد معصوم سركار الأزهري

تنمية الشباب في الشريعة الإسلامية والقانون البنغلاديشي دراسة مقارنة.....১৪৩
زينب محمد صديق الرحمن

ترقيع الأعضاء البشرية وأحكامه في الفقه الإسلامي ২৫৭
محمد مسيح الرحمن

Muslim and Hindu Marriage Laws in Bangladesh A Comparative Study.....১৭৩
Dr. Md. Najeebur Rahman

Legal and Moral Rights and Responsibilities of Family Members in Islam : An Analysis.....১৯৫
Shafi Md. Mostofa

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা.....২১৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

আল-হামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৫০তম সংখ্যা প্রকাশিত হল। পূর্বেই অর্ধশত পূর্তি সংখ্যাটি বিশেষ কলেবরে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফলে এতে বাংলার পাশাপাশি আরবী ও ইংরেজি ভাষায় রচিত ৪টি প্রবন্ধও স্থান পেয়েছে। ইসলামী আইন ও বিচার জার্নাল সর্বদা সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশে সচেষ্ট। এরই ধারাবাহিকতায় এ সংখ্যায়ও বাংলা, ইংরেজি ও আরবীতে আটটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য সমাজে অবস্থানরত সকল সদস্য বা প্রতিবেশীর মধ্যকার সুসম্পর্ক থাকা আবশ্যক বিধায় ইসলাম প্রতিবেশীদের পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব ও অধিকার নির্ধারণ ও তা নিশ্চিতের ব্যবস্থা করেছে। আবার এ অধিকারগুলো রক্ষার জন্য কিছু নীতিমালা রয়েছে। সাথে সাথে প্রতিবেশীর প্রাপ্য অগ্রাধিকারের আইনি সুরক্ষা দিয়ে সম্ভাব্য বিপদ-আপদ এড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবেশীর স্বীকৃত অধিকারের একটি হলো, অন্য প্রতিবেশীর সম্পত্তি অগ্রক্রয়ের অধিকার। অর্থাৎ যে কেউ নিজের সম্পদ বিক্রি করতে চাইলে সবার আগে প্রতিবেশীকে প্রস্তাব করতে হবে। বিক্রেতা যদি স্বীয় প্রতিবেশীকে অবহিত না করে বিক্রিয় করে, তবে এ ক্ষেত্রে প্রতিবেশী আইনের আশ্রয় নিয়ে বিক্রিত সম্পত্তি পুন:ক্রয়ের দাবি করতে পারেন। যে আইনের মাধ্যমে প্রতিবেশী স্বীয় অধিকারের সুরক্ষা পাবেন তাকে ইসলামী আইনে "হক্‌কে শুফ্‌'আ" (حق الشفعة), বা "অগ্র-ক্রয়াধিকার আইন" (Pre-Emption Law) বলে। **"ইসলামী ও প্রচলিত আইনে অগ্রক্রয়: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা"** প্রবন্ধে ইসলামী ও প্রচলিত অগ্রক্রয় আইনের পরিচিতি, লক্ষ্য, অগ্রক্রয়ের হকদার, যে সব বস্তুতে অগ্র-ক্রয়াধিকার প্রয়োগ করা যায় এবং যেগুলোতে প্রয়োগ করা যায় না, অগ্রক্রয় অধিকার প্রয়োগের নিয়ম, মুকদ্দমা দায়েরের নীতিমালা, যেসব কারণে অগ্র-ক্রয়াধিকার নষ্ট হয়, শুফ্‌'আর পুনঃদাবি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে।

বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় 'মুরাবাহা' সর্বাধিক চর্চিত একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি। কুরআন, সুন্নাহ ও আলিমগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে মুরাবাহা শরীআহসম্মত একটি পদ্ধতি। পূর্বসূরী ফকীহগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সাধারণ মুরাবাহাকে ব্যাংকিং এর উপযোগী করে প্রয়োগ করা হয় বিধায় একে ব্যাংকিং মুরাবাহা বলা হয়। বিশেষজ্ঞগণের অনেকে ব্যাংকিং মুরাবাহা বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতির কয়েকটি বিষয়ে জটিলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনা আলোচনা করেছেন। **"ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা: প্রায়োগিক জটিলতা ও উত্তরণ ভাবনা"** শীর্ষক প্রবন্ধে

ব্যাংকিং মুরাবাহার বিভিন্ন দিক ও সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাথে সাথে লেখক এসব ত্রুটি উত্তরণের প্রস্তাবও পেশ করেছেন।

সামাজিক জীবনে ব্যভিচারের ক্ষতিকর প্রভাব ও ভয়াবহতার কথা বিবেচনায় রেখে ইসলাম পরকালীন জীবনে ব্যভিচারের জন্য নিকৃষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির পাশাপাশি ইহকালীন জীবনেও কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করেছে। ব্যভিচারীর প্রকারভেদে এর শাস্তিও বিভিন্নতর হয়। ইসলামী আইনে অবিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরের শাস্তির বিধান রয়েছে। তন্মধ্যে একশত বেত্রাঘাত নির্ধারিত শাস্তি বা হদ্দ (الحد) হিসেবে সাব্যস্ত হবার বিষয়ে আলিমগণ ঐকমত্যে পৌঁছলেও দেশান্তরের আইনী ব্যাখ্যায় শীর্ষ ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। **"ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে দেশান্তরের আইনগত অবস্থান : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা"** প্রবন্ধে অবিবাহিত ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে দেশান্তর হদ্দ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ইমামদের মতামত উপস্থাপনের পাশাপাশি তাদের উপস্থাপিত দলিল, বিশেষত বর্ণিত মাস'আলা সংশ্লিষ্ট নীতিগত বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উম্মু সালামা রা. রাসূল স.-এর স্ত্রীদের মধ্যে প্রখর মেধা দিয়ে সীরাত ও হাদীস চর্চায় আয়েশা রা.-এর পরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থলাভিষিক্ত। তিনি বিধবা অবস্থায় ২৯ বছর বয়সে ৩ সন্তানসহ রাসূল স.-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারা রাসূল স.-এর অন্যান্য সহধর্মিনীদের মধ্যে উন্নত মর্যাদার অধিকারিণী হন এবং তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তাঁকে নিয়ে প্রণীত **"উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা রা. ও তাঁর ফিকহী অভিমত : একটি পর্যালোচনা"** প্রবন্ধে তাঁর ফিকহ শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রদানের পদ্ধতি এবং বিভিন্ন মাসআলায় তাঁর ফিকহী অভিমত আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে এবং তাঁর থেকে বর্ণিত ফিকহী বিধান সম্বলিত হাদীসসমূহের উল্লেখ ও তাঁর নিজস্ব অভিমত তুলে ধরা হয়েছে।

সমসাময়িক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট এমন জটিল ও দুরূহ আকার ধারণ করছে যে, এর সমাধান দিতে যেয়ে বিশ্বের যশস্বী অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ও বিশেষজ্ঞরা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। ফলে এসব সমস্যার কারণ নির্ণয় করে সেগুলোর সমাধানের জন্য একটি কার্যকর প্রতিকার খুঁজে বের করা সময়ের দাবি। আরবীতে প্রণীত **المبادئ الشرعية للإنتاج والاستهلاك والتبادل والتوزيع: دراسة استشرافية تحليلية لاستكشاف العلاج الناجع لظاهرة المشكلات الاقتصادية** (উৎপাদন, ভোগ, লেনদেন ও বণ্টনের শর'য়ী মূলনীতির আলোকে অর্থনৈতিক সমস্যার কার্যকর সমাধান: একটি অনুসন্ধানী বিশ্লেষণ) শীর্ষক প্রবন্ধটি এ প্রয়াস গ্রহণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, উৎপাদন, ভোগ, লেনদেন ও বণ্টন এ উপাদানগুলোর যে কোনো এক বা একাধিক উপাদানের রন্ধ্র বা ছিদ্রপথ দিয়ে সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যা সংঘটিত হয়ে থাকে। ইসলামী শারীআহ তাই উক্ত ছিদ্রপথ ও ফাটলগুলো বন্ধ করার জন্য কিছু নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা পেশ করেছে। এ নীতিমালার যথাযথ ও কঠোর প্রয়োগই স্থান-কাল নির্বিশেষে বিশ্বের যে কোনো দেশের সকল অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র কার্যকর প্রতিকার।

যুব সমাজই জাতির ভবিষ্যত। জাতীয় ও বৈশ্বিক উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকাই বেশি। এ কারণে ইসলাম যুব সমাজের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। একইভাবে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়ও যুবক মানব গোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আরবীতে লিখিত **تنمية الشباب في الشريعة الإسلامية والقانون البنغلاديشي: دراسة مقارنة** (ইসলামী শরীআহ ও বাংলাদেশী আইনে যুব উন্নয়ন : একটি তুলনামূলক আলোচনা) প্রবন্ধে ইসলামী শরীআহ ও বাংলাদেশী আইনে যুব উন্নয়নের নীতিমালা আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। যা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, যুব উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেছে। যুবক সমাজের মনস্তাত্ত্বিক, শারীরিক, মানসিক,স্বাস্থ্যগত, নৈতিক, সামাজিকসহ সামগ্রিক উন্নয়নের যে নির্দেশনা ইসলাম দিয়েছে তাকে যদি প্রচলিত আইনের সাথে সমন্বয় করা যায় তবেই যুব উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হবে এবং যুবসমাজ দায়িত্ব গ্রহণ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হবে।

সকল ধর্ম ও সভ্যতায় বিবাহ একটি সামাজিক ও বৈধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশে বহু ধর্মাবলম্বীর বসবাস। বিভিন্ন ধর্মের বিবাহ আইনগুলো একে অন্যের থেকে ভিন্ন। মুসলিম ও হিন্দুদের বিবাহ আইনের বিভিন্ন অনুষঙ্গের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে রচিত হয়েছে **Muslim and Hindu Marriage Law in Bangladesh A Comparative Study** (বাংলাদেশে মুসলিম এবং হিন্দু বিবাহ আইন : একটি তুলনামুলক আলোচনা) শীর্ষক প্রবন্ধটি।

ইসলাম পারিবারিক জীবনের উপর অত্যাধিক গুরুত্বরোপ করেছে। বিবাহের মাধ্যমে মূলত পারিবারিক জীবনের সূচনা হয়। মানুষের জীবনে পরিবারই প্রথম প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে সে জীবন সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে। এ কারণে ইসলাম পরিবারের সকল সদস্যের অধিকার এবং কর্তব্য নির্ধারণ করে তা যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ দিয়েছে। যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পৃথিবী নিশ্চিত করা সম্ভব। **Legal and Moral Rights and Responsibilities of Family Members in Islam : An Analysis** (ইসলামে পরিবারের সদস্যদের আইনগত ও নৈতিক অধিকার এবং কর্তব্য : একটি পর্যালোচনা) শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের দায়িত্ব-কর্তব্য ও তাদের অধিকারসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সর্বশেষে অর্ধশতপূর্তি সংখ্যা হিসেবে ১ম সংখ্যা থেকে ৫০তম সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত সকল প্রবন্ধের একটি সংখ্যাভিত্তিক তালিকা সংযোজন করা হয়েছে। আশা করি এতে উৎসাহী পাঠক ও গবেষকগণ উপকৃত হবেন।

আইন ও বিচার জার্নালের এ সংখ্যায় প্রকাশিত সবগুলো প্রবন্ধ গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। প্রবন্ধগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন এবং অন্যান্য সংখ্যার মত এ সংখ্যাও সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখি। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ